বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ মে ২০১৬

নং ১২.০০.০০০০.০৯৭.২৯.০২৯.০৪-৩৫৯—গত ২৩-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৮তম সভায় হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ সংশোধনী পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এতদসংক্রান্ত পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন/সার্কুলার বাতিলপূর্বক হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সংশোধিত পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য জারি করা হলো।

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতি

বীজ আইন বা জাতীয় বীজ বোর্ডের অন্য কোন সিদ্ধান্তের সাথে সরাসরি পরিপন্থি না হলে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

১। দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় অন্যদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে অথবা দেশের অভ্যন্তরে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হাইব্রিড ধানের জাতসমূহ সার্বিকভাবে মূল্যায়নের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবাদের জন্য নিবন্ধন করা যাবে।

২। হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানি ও বাজারজাতকরণে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর প্রতি মৌসুমে পরীক্ষাকার্য পরিচালনার জন্য সর্বাধিক প্রতি জাতের ২০(বিশ) কেজি বীজ মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন সাপেক্ষে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই হতে ইমপোর্ট পারমিট নিতে হবে। বীজ উইং এর অনুমোদনের একটি কপি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে প্রদান করতে হবে।

৩। মূল্যায়ন ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তাবকারী ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা প্রাইভেট কোম্পানি-কে নির্দিষ্ট ছকে **(পরিশিষ্ট "ক")** বোরো, আউশ ও আমন মৌসুমের হাইব্রিড জাত নিবন্ধীকরণের প্রস্তাব, জাতপ্রতি কমপক্ষে ০৮(আট) কেজি বীজ এবং ট্রায়াল খরচ যথাক্রমে ০৭ নভেম্বর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ও ১৫ মে এর মধ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট পৌঁছাতে হবে।

৪। নমুনা বীজের সাথে অন্য কোন ফসলের বীজ থাকলে অথবা অন্য কোন শনাক্তকারী চিহ্ন ব্যবহার করলে নমুনা বাতিল হবে। আবেদনকারীর প্রস্তাব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী যাচাই বাছাই করে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবকারীকে জানাবে।

৫। আমদানিকারক আমদানিকৃত বীজ কিভাবে ব্যবহার করেছে তা আমদানির ২(দুই) মাসের মধ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

৬। প্রত্যেক ব্যক্তি/কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান অনধিক ২(দুই)টি জাত এক মৌসুমে মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাব করতে পারবে।

৭। প্রতিটি হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকারীকে জাত-প্রতি ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা এন্ট্রি ফি সরকারি কোষাগারে কোড নং ১-৪৩৩৮-০০০০-২০১৭ এ জমা দিয়ে চালান কপি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করতে হবে। এছাড়া প্রতিবছর প্রতি জাত ও প্রতি স্থানের ট্রায়ালের খরচ বাবদ ৪,৫০০ (চার হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর দপ্তরে জমা দিতে হবে।

৮। বাংলাদেশে হাইব্রিড ধানের জাত মুল্যায়নের লক্ষ্যে গৃহীত ১০টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে বরিশাল অঞ্চলসহ ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলের খামারে প্রতিটি RCB ডিজাইনে তিনটি Replication এর মাধ্যমে অনস্টেশন টেষ্ট প্লট (On-Station test plot) এবং ন্যূনতম ৬টি নিকটবর্তী কৃষক পরিবারের জমিতে অনফার্ম (On-farm) পরীক্ষার ব্যবস্হা করতে হবে ।

৯। ফসলের জাত ও পরিবেশ এর Interaction বিবেচনায় রেখে আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে দুই বছর ট্রায়াল করতে হবে। উক্ত দুই বছর ট্রায়াল করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে এক বছর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন করতে হবে। এক বছর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মুল্যায়ন মাঠের অবস্থানসহ সুনির্দিষ্ট তথ্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে দিতে হবে এবং মূল্যায়নের তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

১০। বীজ আমদানিকারক ও উৎপাদনকারীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা/সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে ঃ

ক) হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদনে কৃষিবিদসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল;

খ) নিজস্ব প্রসেসিং সুবিধা অথবা প্রসেসিং সুবিধা ভোগ করার উৎস; এবং Dehumidified সুবিধা আছে এমন গুদামে বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা;

১১। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন কর্মসূচীতে দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত সেই ফসলের একটি হাইব্রিড (যদি থাকে) এবং কমপক্ষে একটি মুক্তপরাগায়িত (Open-pollinated) জাত ষ্ট্যান্ডার্ড চেক (Standard check) হিসেবে গ্রহণ করে test design করতে হবে। ধানের জন্য বোরো মৌসুমে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন =/>১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রিধান ২৯ এবং স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন <১৪৫ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রিধান ২৮ Standard চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমন মৌসুমে দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন =/>১৪০ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে বিআর ১০/বিআর ১১/ব্রিধান ৩০/ব্রিধান ৪৯ এবং স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন <১৪০ দিনের হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রিধান৬৬/ব্রিধান৭১/বিনাধান৭ Standard চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং আউশ মৌসুমে হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রিধান ৪৮ Standard চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
অন-স্টেশন ও অন-ফার্ম ট্রায়ালের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হতে কমপক্ষে ২০% বেশী ফলন হলে হাইব্রিড জাতটি নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। কমপক্ষে চারটি অঞ্চলে নিবন্ধনের যোগ্য হলে উক্ত জাতগুলো সারা দেশ ব্যাপী নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। তবে তিনটি অঞ্চলে নিবন্ধনের যোগ্য হলে অঞ্চল ভিত্তিক নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হবে, এক্ষেত্রে পুন:ট্রায়ালের সুযোগ থাকবে না। সর্বাধিক ছয় বছরের জন্য একটি নিবন্ধিত জাতের বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম বছরের বীজ আমদানিকে ভিত্তি ধরে পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়/Joint venture programme এর মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করতে হবে। ৭ম বছর থেকে প্যারেন্ট লাইনস (parent lines) ব্যতীত কোনক্রমেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের বীজ আমদানি করা যাবে না।

১২। হাইব্রিড জাত মূল্যায়নে অন-স্টেশন ট্রায়ালের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহের নির্দিষ্ট খামার ব্যবহার করা হবে এবং অন-ফার্ম ট্রায়াল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় নিকটবর্তী এলাকার প্রগতিশীল কৃষকের মাঠে পরিচালনা করা হবে ।

অন-ষ্টেশন ও অন-ফার্ম এর ট্রায়াল স্থান নিম্নরূপ ঃ

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
১	২	৩
(১) ঢাকা অঞ্চল	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর/ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বারি), গাজীপুর।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(২) ময়মনসিংহ অঞ্চল	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ/ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, জামালপুর ।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৩) কুমিল্লা অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, কুমিল্লা/ কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লা ।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৪) চট্টগ্রাম অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, সোনাগাজী/ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ফেনী/ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৫) রাঙ্গামাটি অঞ্চল	কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি,রাইখালী, রাঙ্গামাটি ।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৬) বরিশাল অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, বরিশাল/ আঞ্চলিক কেন্দ্র, বারি, রহমতপুর, বরিশাল/ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ATI), বরিশাল/ লাকুটিয়া ফার্ম, বিএডিসি, বরিশাল।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৭) যশোর অঞ্চল	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন খামার, দত্তনগর/ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, যশোর।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৮) রাজশাহী অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, রাজশাহী/ আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র,বারি, রাজশাহী ।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(৯) রংপুর অঞ্চল	আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, রংপুর/ কৃষি গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, রংপুর/ পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ
(১০) সিলেট অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, আকবরপুর, মৌলভীবাজার/ আঞ্চলিক কেন্দ্র, ব্রি, হবিগঞ্জ/ বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, খাদিমনগর, সিলেট।	সংশ্লিষ্ট অন-স্টেশনের নিকটবর্তী কৃষকের মাঠ

১৩। প্রতিটি অন-স্টেশন ট্রায়াল এ ৫ × ৬(=৩০) বর্গ মিটার এর তিনটি প্লট ব্যবহার করতে হবে । কৃষক পর্যায়ের পরীক্ষায়ও ৫ × ৬ (=৩০) বর্গ মিটার জমি ব্যবহার করতে হবে। ফলে প্রস্তাবিত জাতের অন-স্টেশন এ মূল্যায়ন হবে ন্যূনতম ৬ ×৩=১৮টি এবং সর্বাধিক ১০ × ৩=৩০টি এবং অন-ফার্ম এ ন্যূনতম ৬ × ৩=১৮টি এবং সর্বাধিক ১০×৩=৩০টি। এ হিসেবে অন-স্টেশন ও অন-ফার্ম পরীক্ষার জন্য মোট প্লট সংখ্যা স্থাপন করতে হবে ন্যূনতম ১৮+১৮=৩৬টি অথবা সর্বাধিক ৩০+৩০=৬০ টি । তাছাড়া ষ্ট্যান্ডার্ড চেক হিসেবে প্রয়োজনীয় অনুরূপ প্লট সংখ্যা পরীক্ষার জন্য স্থাপন করতে হবে। যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত মুল্যায়ন করা হবে, সেহেতু জাতের গড় উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কৃষক পর্যায়ে চাষের সময়ের খুব কাছাকাছি হবে। সমস্ত জাতগুলোকে কোড নম্বর দিয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সংশ্লিষ্ট স্থানে ট্রায়ালের জন্য বিতরণ করবে। সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা চেক জাতের অনুরূপ হতে হবে।

১৪। হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়নের জন্য বর্তমানে গঠিত কারিগরি কমিটির মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যাদি পরিচালিত হবে। আবেদনকারী সংস্থার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৫। হাইব্রিড জাতসমূহ মূল্যায়ন ও মাঠ মূল্যায়নের কার্যাদি উল্লিখিত ছকে **(পরিশিষ্ট 'খ')** তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

১৬। প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হবে । প্রতিটি অন-স্টেশন ও অন-ফার্ম এর জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট 'খ') তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যায়ন টিমের মতামতসহ সরাসরি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর নিকট পাঠাতে হবে। উক্ত অন-স্টেশন প্লট ডাটা ও অন-ফার্ম ডাটা দ্বারা পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর দায়িত্বে একটি Computerized mean performance sheet তৈরী করতে হবে। অনুচ্ছেদ-১১ অনুসারে নির্দিষ্ট জাতের হাইব্রিডের ফলাফল প্রতিবেদন শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট চেক জাতের সাথে তুলনা করতে হবে।

১৭। পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে বিশ্লেষিত তথ্য ও দলের মতামতসহ প্রতিবেদন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করবে। উক্ত প্রতিবেদন বোরো, আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য যথাক্রমে ২০ আগস্ট, ২০ নভেম্বর এবং ২০ মার্চের মধ্যে কারিগরি কমিটিতে পেশ করবে।

১৮। হাইব্রিড জাত সম্পর্কিত কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন এবং প্রার্থিত জাত নিবন্ধিত হওয়ার পর প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য বীজ আমদানি/উৎপাদন করতে পারবে । তবে ঐ বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি দ্বারা অথবা রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রত্যায়িত হতে হবে । এ ক্ষেত্রে আমদানির পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনকারীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। হাইব্রিড ফসলের বীজ স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে বীজ শিল্পে নিয়োজিত ব্যাক্তি প্রতিষ্ঠান/আমদানিকারকদের উৎসাহিত করা হবে ।

১৯। প্রতিটি বীজের প্যাকেটে কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, লট নম্বর বা ব্যাচ নম্বর, জাতের নিবন্ধিত অঞ্চল, বীজের পরিমাণ, জাতের নাম, অঙ্কুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতা, উৎপাদন মৌসুম, সর্বোচ্চ মূল্য, ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময়সূচী, প্যাকিং এর তারিখ ও **উৎপাদিত ফসল থেকে বীজ রাখা যাবে না** উল্লেখ থাকতে হবে। বিভিন্ন পরিমাণের ব্যাগে বীজ বাজারজাত করতে হবে যাতে করে বিক্রেতা কর্তৃক ব্যাগ খুলে বীজ বিক্রি করতে না হয় । **'উৎপাদিত ফসল থেকে বীজ রাখা যাবে না' কথাটি প্যাকেটের** গায়ে উল্লেখসহ **"হাইলাইট"** করতে হবে।

২০। হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই ব্যবহারের প্রদত্ত সর্বোচ্চ সময়সূচী শেষ হয়ে যাওয়া বীজ কৃষক পর্যায়ে বিক্রি করা যাবে না।

২১। মাঠ মূল্যায়নের পাশাপাশি পরীক্ষাগারে হাইব্রিড জাতের পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের প্রতি আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিরূপণ করা হবে। প্রয়োজনে রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিরূপণের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ(ব্রি)-কে সরবরাহ করবে। ব্রি, হাইব্রিড জাতের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা নিরূপণ পূর্বক ফলাফল কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে।

২২। আবেদনকারী আবেদনপত্রের সাথে প্রস্তাবিত হাইব্রিড ধান জাতের Molecular data (SSR Markers/গ্রহণযোগ্য Markers এর মাধ্যমে) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এর দপ্তরে সরবরাহ করবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী প্রয়োজনে ব্রি এর সহায়তায় উক্ত Molecular data যাচাই করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার
মহাপরিচালক।

'পরিশিষ্ট-ক'

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ প্রস্তাবের ছক

ক। প্রস্তাবকারী/প্রতিষ্ঠানের নাম... ... ...

খ। বীজ ডিলার রেজিস্ট্রেশন নং... ... ...তারিখ... ... ...

গ। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতের নাম/নং... ... ...

ঘ। প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাত সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

১) ফলন (হেক্টর প্রতি)... ... ...

২) রোগবালাই এর প্রতিক্রিয়া... ... ...

৩) গাছে ফুল আসার জন্য photo period requirement... ... ...

৪) যে তাপমাত্রায় গাছে ফুল আসে... ... ...

৫) প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল (বীজ থেকে বীজ) ... ...

৬) জাত শনাক্তকারী সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (একাধিক হতে পারে) :... ... ...

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাবীর সপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)

৭) অ্যামাইলোজ (Amylose) এর পরিমাণ (%)... ... ...

ঙ। সরবরাহকারী/ জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা... ... ...

চ। সরবরাহকারী/জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে আমদানিকারকের সমঝোতা পত্রের প্রতিলিপি... ... ...

ছ। কোন মৌসুমের জন্য হাইব্রিড জাতের ধান মূল্যায়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে... ... ...

জ। মোট টেস্ট প্লটসমুহের জন্য বীজ সরবরাহ ও নির্ধারিত অংকের অর্থ প্রদানের অংগীকারনামা (আলাদা সীটে দিতে হবে)

ঝ। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ট্রায়ালে প্রাপ্ত ফলাফল (এক বছরের) ঃ

১) ফলন (হেক্টর প্রতি চাউলে) ... ...

২) পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের অবস্থা (Status) ... ...

৩) গাছে ফুল আসার জন্য photo period requirement... ... ...

৪) যে তাপমাত্রায় গাছে ফুল আসে... ... ...

৫) প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল (বীজ থেকে বীজ) ... ...

৬) জাত শনাক্তকারী সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (একাধিক হতে পারে):... ... ...

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দাবীর সপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)

ঞ। প্রস্তাবিত জাতের Phytosanitary Certificate এর নম্বর/বিবরণী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ ছাড়পত্র-IP ও RO (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুলিপি দিতে হবে)।

প্রস্তাবকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও তারিখ

'পরিশিষ্ট-খ'

হাইব্রিড ধানের জাত মাঠ মূল্যায়ন ছক

Variety Code No.	Sowing Date (Seed Bed)	Transplant Date	50% Heading Date	Maturity Date	Days to Maturity (Seed to Seed)	Sterility %	Major Diseases 0-9 Scale	Major Insects 0-9 Scale	Phenotypic acceptability 0-9 Scale	Lodging 0-9 Scale	Yield kg/ha (at 14% Moisture)				Recommendation for Registration	Remarks
											R_1	R_2	R_3	Average Yield		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

তথ্য সংগ্রহকারীগণের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর:

মূল্যায়ন দলের সদস্যবৃন্দের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর | ফুল ফোটার তারিখ: | কর্তনের তারিখ | দলনেতার স্বাক্ষর ও তারিখ পদবী/প্রতিষ্ঠান

সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, ঢাকা এর কার্যালয়

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ এপ্রিল ২০১৬

নং ১৭.০২.২৬০০.০০০.৪১.১৫০.১৬-১৪৮১—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পত্র নং ১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৪৬.১৬-২১১, তারিখ ২৮ এপ্রিল ২০১৬ এর মাধ্যমে ৫ম পর্যায়ের মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের জামানতসহ মনোনয়নপত্র জমাদানের সুবিধার্থে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ০২ মে ২০১৬ (সোমবার) এর পরিবর্তে বর্ধিত করে ০৩ মে ২০১৬ (মঙ্গলবার) নির্ধারণ করায় এবং ৫ম পর্যায়ে নির্ধারিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য ২১-০৪-২০১৬ তারিখে জারিকৃত সময়সূচীতে উল্লিখিত অন্যান্য তারিখসমূহ অপরিবর্তিত রাখায় এবং অত্র কার্যালয়ের প্রজ্ঞাপন নং ১৭.০২.২৬০০.০০০.৪১.১৫০.১৬-১৪০৬, তারিখ ২১-০৪-২০১৬ এর যোগসূত্রে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি, মোঃ শাহ আলম, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, ঢাকা অত্র জেলার ধামরাই উপজেলার নির্বাচনযোগ্য আমতা, বালিয়া, কুশুড়া, বাইশাকান্দা, সোমভাগ, কুল্লা, রোয়াইল, সুয়াপুর, নান্নার, সুতিপাড়া, গাংগুটিয়া, চৌহাট, ধামরাই, সানোরা, ভাড়ারিয়া এবং যাদবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সংশোধিত সময়সূচী ধার্য করিলাম ঃ

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	ঃ	০৩ মে ২০১৬ (মঙ্গলবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	ঃ	০৪-০৫ মে ২০১৬ (বুধবার-বৃহস্পতিবার)
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	ঃ	১২ মে ২০১৬ (বৃহস্পতিবার)
(ঘ)	ভোট গ্রহণের তারিখ	ঃ	২৮ মে ২০১৬ (শনিবার)

মোঃ শাহ আলম
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার।